দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ··· 14 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

শ্রমজীবী ও বিত্তহীন শিশুদের জন্য চয়নিকা বিদ্যাপীঠ

চয়নিকা বিদ্যাপীঠ
বার্ষিক পুরস্কার-২০০১
পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণী-২০০২

চয়নিকা বিদ্যাপীঠ-এর 'বার্ষিক পুরস্কার-২০০১, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণী-২০০২' অনুষ্ঠান ২/২, পুরানা পল্টনস্থ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিগণ এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের পর অভিভাবকদের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বার্ষিক পুরস্কার-২০০১ এবং বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর মাঝে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী-২০০২ বিতরণ করেন। উল্লেখ থাকে যে, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী ট্রেনিং এন্ড টেকনোলজী ট্রান্সফার কর্তৃক প্রদত্ত। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে সমাজের শ্রমজীবী, বিত্তহীন দরিদ্র ও এতিম শিশু-কিশোরদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণকারী প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ 'চয়নিকা বিদ্যাপীঠ'। এ পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীসহ বিনা বেতনে, কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত আরবী, সকাল ৯টা থেকে ১২.১০ মিনিট পর্যন্ত নার্সারী, প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী এবং দুপুর ২টা হতে ৫.১০ মি. পর্যন্ত নার্সারী, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে শিক্ষাদান করে আসছে। তবে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি।

বিদ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে অন্বেষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে অন্বেষার সাধারণ সম্পাদক জনাব এ কে আল-মামুন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক। জনাব মামুনের চোখে ত্রুটি থাকার কারণে ভাল দেখতে পান না। তথাপি তিনি দিন-রাত এ প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। বিদ্যাপীঠটি পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করলেও আজও এর উল্লেখযোগ্য তেমন কোন উন্নতি হয়নি। কোন বৃহৎ শক্তি বা সংগঠন আজও এগিয়ে আসেনি এর সার্বিক উন্নতির জন্য। উল্লেখ থাকে যে, ট্রেনিং এন্ড টেকনোলজী ট্রান্সফার অত্র বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৯৯৩ ইং থেকে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী এবং বিদ্যাপীঠের শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা করে আসছে। বর্তমানে বিদ্যাপীঠের সকল শিক্ষকই অবৈতনিক হিসেবে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? শিক্ষকদের যদি যুক্তিযুক্ত সম্মানী দেয়া যেত তবে তারা হয়তো আরো বেশী সময় দিতে পারতেন। উল্লেখ্য, শিক্ষকদের প্রত্যেকেরই জীবিকার জন্য অন্য পেশার ওপর নির্ভর করতে হয়। তবুও তারা শিক্ষার আলো বিলিয়ে দিতে চান। ভাগ্যাহতদের শিক্ষার আলোয় জীবনকে আলোকিত করে দিতে চান। কিন্তু তারা অতিক্রম করতে পারেন না সীমাবদ্ধতা। যারা শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের কথা বলেন, ওদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সাধ্য যাদের আছে, তাদের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি ওদের জন্য বড়ই প্রয়োজন। অন্যথায় হয়তো এই নিরলস কর্মীরা এবং চয়নিকা বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত শিশু-কিশোররাও হারিয়ে যাবে অন্ধকারে অনিশ্চয়তায়।

চয়নিকা বিদ্যাপীঠ কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ এ এস এম এনায়েত উল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা মাকসুদা আইরিন মিলা, শামীমা নাসরীন মুন্নী এবং অন্বেষার সাধারণ সম্পাদক জনাব এ কে আল-মামুন।

❑ শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট